কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা

বিভিন্ন ধারণা এবং সত্যতা

ফ্লার্ট করা বা প্রেমের ভান করা যৌন হেনস্থাই নয়। বরং মহিলারা এসব খুবই উপভোগ করেন।

মহিলারা নিজেদের পোশাক বা আচার আচরণের জন্যই যৌন হেনস্থার শিকার হয়। ভদ্রমহিলারা কখনই যৌন হেনস্থার শিকার হয় না।

যখন কোনও মহিলা এই ফ্লার্ট করা বা প্রেমের ভান করাকে অপছন্দ করেন, তখন তা তার উদ্বেগ, অবসাদ বা শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনও তো এটি তাকে কাজ ছাড়তেও বাধ্য করে।

সব ধরণের মহিলারা যৌন হেনস্থার শিকার হন তা তিনি বয়স্ক হন বা কমবয়সী, শাড়ি পরেন বা বোরখা, নির্মাণকর্মী হন বা ব্যাঙ্ককর্মী। প্রত্যেকেই যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন এমন রিপোর্ট আছে। এটি মেয়েদের দোষ নয়।পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আমাদের বিশ্বাস করায় যে মেয়েদের স্থান একমাত্র ঘরে এবং তারা ভোগের বস্তু। তাই মেয়েদের সহকর্মী কম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই বেশি দেখা হয়। এই প্রবণতা গুলিই যৌন হেনস্থার প্রধান কারণ।

যেহেতু কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ উভয়েই কাজ করেন তাই সেখানে যৌন অভিব্যক্তি প্রকাশ বা ফ্লার্ট করার জন্য আইনি বাধানিষেধ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

কর্মক্ষেত্রে যদি দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মধ্যে সম্মতিসূচক যৌন অভিব্যক্তি প্রকাশ অথবা ফ্লার্ট করা / প্রেমের ভান করা হয় সেক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধানিষেধ নেই। কিন্তু যদি কোনও মহিলা কর্মস্থলে এই ধরণের কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েন সেক্ষেত্রে আইনি বাধানিষেধ আছে। ফ্লার্ট করা বা প্রেমের ভান করা যদি মেয়েটির অস্বস্তির কারণ হয় বা মেয়েটি তা পছন্দ না করেন তবে সেটি অন্যায়

যৌন হেনস্থা বন্ধ করার সর্বোত্তম উপায় হল সেটিকে গ্রাহ্য না করা।

চুপ থাকা কখনই উচিত নয়। চুপ থাকলে এই হেনস্থাগুলি দিনের পর দিন আরও বাড়তে থাকে। বরং এর বিরোধিতা করা উচিত। প্রয়োজনে সতর্ক করা বা নালিশ করা উচিত।

যৌন হেনস্থার অভিযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বস বা সহকর্মীর বিরুদ্ধে হলেও তা চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যৌন হেনস্থার অভিযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপোর্ট করা হয় না কারণ মহিলারা কলঙ্ক বা নিন্দা বা চাকরি হারাবার ভয়ে এর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেন না। সহকর্মী হিসেবে মহিলাদের পাশে দাঁড়ান ও সাহস দিন।

স্বয়ম
নারী নির্যাতন সমাপ্তির লক্ষ্যে

PLD